দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছর

শতাব্দীর দাবী আর সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রাপথের তিনটি বছর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করল। ছিয়াশির ২৮ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি ডঃ মুমতাজ উদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ের ক্লাস উদ্বোধনের পর থেকে শুরু করে মাত্র তিন বছর একমাস পর গত ৩০ জুলাই প্রথম ব্যাচের অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

দেশের অন্যান্য বিশ্বদ্যিালয়গুলো যখন রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও সেশন জটের জটিলতায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্ঝঞ্ঝাট অগ্রযাত্রা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, একটা ঐতিহিক প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজরা যখন এদেশের মাটি থেকে ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে কেরানী তৈরীর জন্য সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল তখন থেকেই এই উপমহাদেশের বঞ্চিত মুসলিম জাতি তাদের ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

আর এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, মাওলানা আকরাম খাঁ, ডঃ মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ আরো অনেকে এদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নানাবিধ কারণে ইসলামী বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার কাজ বিলম্বিত হয়েছে। অবশেষে ১৯৮০ সালে কুষ্টিয়া-যাশোর সীমান্ত এলাকা শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু দেশবাসীর প্রবল চাপের এবং সাবেক ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এম, এ মান্নানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্তিডাঙ্গা থেকে স্থানান্তর করে গাজীপুরে স্থাপন করেন। প্রায় আড়াই বছর শান্তিপূর্ণভাবে ক্লাস চলার পর চলতি বছরের প্রথদিকে বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার শান্তিডাঙ্গায় স্থানান্তরের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর পর দেশের ছাত্র-শিক্ষক, পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের জনগণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এখনো এ অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে।

গত ৩ মার্চ একটি ছাত্র গোলযোগ ছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবত কোন রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও মারামারি সংঘটিত হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক মুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। ডাইনিং, কেন্টিন ও আবাসিক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল স্বাভাবিক সমস্যা রয়েছে তা থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মোটেও মুক্ত নয়। তাছাড়া লাইব্রেরীতে পুস্তকের অপর্যাপ্ততা ও শিক্ষক স্বল্পতাজনিত সমস্যা না বললেই নয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সীমান্তে নির্বাসন দেয়ার ঘোষণার কারণেও প্রয়োজনীয় আবাসিক সুবিধা না থাকায় এখানে সিনিয়র শিক্ষকগণ আসতে চাচ্ছে না। ফলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও দর্শন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চাই'— '৮৭-র ১৫ মার্চে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনকালে ব্যক্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদের এই আশাবাদকে বাস্তবায়িত করতে হলে ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়কে স্থানান্তরের ঘোষণা প্রত্যাহারসহ এই আদর্শ শিক্ষাঙ্গনের প্রতি সরকারের সদিচ্ছা ও সহযোগিতাকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

—মুহাম্মদ সাঁনোয়ার আল্ জাহান